ইত্তেফাক

067

বগুড়া: স্যারিয়াকান্দি থানার সংস্কারহীন হরিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়টির বর্তমান হাল —ইত্তেফাক

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির চরম দৈন্যদশা

দেশের বিভিন্ন এলাকার বহুসংখ্যক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অভাবে চরম দৈন্যদশার মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। অনেক স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী থাকিলেও তাহাদের বসার জন্য টুল-টেবিল-চেয়ার নাই। কোন কোন স্কুলের ক্লাস চলে বাহিরে এবং বৃষ্টির সময় দৌড়াইয়া পালাইতে হয়।

কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, অষ্টগ্রাম থানার মোট ৪২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়িয়া থাকায় লেখা-পড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় টুল, টেবিল, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড এবং শিক্ষার অন্যান্য সরঞ্জাম নাই। অনেকগুলি বিদ্যালয় বেড়াহীন। কোন কোন বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদেরকে বৃষ্টি-বাতাসের সময় বিদ্যালয় ছাড়িয়া আশেপাশের বাড়ীঘরে আশ্রয় নিতে হয়। কমলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর সংস্কারের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য একটি ঘরে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া শিক্ষা নিতেছে। রামপুরা বিদ্যালয়ে মাটিতে বসিয়া ক্লাস করিতে হয়। বাজুকা ও কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট বিদ্যমান।

ভৈরবের (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, অত্র থানার শিমুলকান্দি, আগানগর, সাদেকপুর, শিবপুর, গজারিয়া ও কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের ১৩টি প্রাথমিক স্কুলে বহুবিধ সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে। এই স্কুল ঘরগুলির অবস্থা জরাজীর্ণ। তদুপরি

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

চরম দৈন্যদশা

(৩য় পৃঃ পর)

বেড়া, দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, টুল, ব্ল্যাকবোর্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়াইয়া ক্লাস করে। বৃষ্টির মওসুমে কোন কোন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। জানা যায়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইয়া ফল পাইতেছেন না।

রূপগঞ্জের (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, ডেমরা থানার কামারগোপস্থ পাকা প্রাথমিক স্কুল ভবনে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা মেঝেতে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে। সে স্কুলে বেঞ্চ ও টেবিল-চেয়ার বলিতে কিছুই নাই। বাড়ী হইতে পিঁড়ি অথবা চট আনিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা বসে। একটি ব্ল্যাকবোর্ডও নাই। গত এক বৎসরের মধ্যেও আসবাবপত্রের অভাব পূরণ হয় নাই।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা জানান, অত্র মহকুমা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কাজীপাড়া সরকারী মডেল প্রাইমারী স্কুলটি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে দুরবস্থার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। স্কুলটি উন্নয়নের আবেদন-নিবেদনে কোন ফলোদয় হইতেছে না।

বাজিতপুরের (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, কটিয়াদী ২ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত বৎসর ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্কুলগৃহটি পুনঃনির্মিত হইলেও টুল, টেবিল, চেয়ারের অভাবে প্রায় ৪ শত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদেরকে দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে।

লালমনিরহাটের (রংপুর) সংবাদদাতা জানান, সজিরন্নেসা নামনী এক মহিলার আর্থিক সাহায্যে নাগেশ্বর থানার গাগলা বাজারে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি সরকারী বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করিলেও সরকারী অনুদানের অভাবে বিদ্যালয়টির কোন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হয় নাই। ফলে ছোট্ট পুরাতন ঘরে স্থান সংকুলানের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাহিরের মাঠে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। বর্ষা মওসুমে তাহাদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। প্রকাশ, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা উক্ত বিদ্যালয়টি প্রয়োজনীয়ভাবে নির্মাণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লেখালেখি করিয়া সুফল পান নাই।

নেত্রকোনার (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, দুর্গাপুর থানার কামাড়কান্দা সরকারী প্রাথমিক স্কুলটি ১৯৭৮ সালের এক ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর দীর্ঘ ৪ বৎসরেও পুনঃনির্মিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার শিশুদের লেখাপড়া শিকায় উঠিয়াছে। স্কুলের টিন ও আসবাবপত্রের কোন হদিস নাই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা সময় সময় প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়ীতে ২/৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে লইয়া সময় কাটান এবং নিয়মিত বেতন গ্রহণ করেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিস্ক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছেন।